দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

শোষণ-বৈষম্য ও মজুরি-দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙবোই

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
Bangladesh Workers' and Employees' Federation

দেশ স্বাধীন হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের রক্তে। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ছিল শোষণ থেকে মুক্তি। অথচ মালিকের শোষণ থেকে শ্রমিকের মুক্তি মেলেনি। বরং শ্রমিকের কাঁধে আরও শক্ত করে চেপে বসেছে শোষণের জোয়াল। শ্রমিক আজ সবচেয়ে বঞ্চিত। এদেশে ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার ন্যায্য মজুরি থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত। গার্মেন্টসসহ অধিকাংশ শিল্পেই শ্রমিকদেরকে ন্যায্য মজুরি, ছুটি, উৎসব ভাতা, ঝুঁকি ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, গ্র্যাচুইটি, ওভারটাইমের প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তার উপর অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মালিকশ্রেণি প্রতিনিয়ত লে-অফ, অটোমেশন, শ্রমিক ছাঁটাই, বেতন কর্তন করছে। সেখানে শ্রম আইন মানার কোনো বালাই নেই। নারীশ্রমিকদের উপর চলে যৌন নির্যাতন। প্রতিবাদ করলেই শ্রমিকদের উপর নেমে আসে মালিকদের নির্মম নির্যাতন। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার।

গার্মেন্টসসহ অধিকাংশ কারখানায় নেই নিরাপদ ও সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ। মালিকশ্রেণির অতিমুনাফার লোভের কারণে ভবন ধসে, আগুনে পুড়ে শ্রমিক মরে, মালিকের বিচার হয় না। রিক্সাশ্রমিক, হকারশ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে যখন-তখন সরকারি মদদে চলছে উচ্ছেদ অভিযান। চা শ্রমিকরা চূড়ান্ত অবহেলিত ও শোষিত, অথচ সরকার মজুরি বাড়াতে মালিকদের বাধ্য করে না। শ্রম আইনের নানা অগণতান্ত্রিক বিধিবিধান মালিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করছে। যতটুকু কাগজে-কলমে আছে, তা-ও সংকুচিত করা হচ্ছে। গৃহশ্রমিকদের এখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে তাদেরকে এসমাজ প্রতিনিয়ত ঠকিয়ে যাচ্ছে।

কোটি কোটি শ্রমিক বেকার। রাষ্ট্র কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে না। উল্টো বিশ্বব্যাংক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আইএমএফ–এসব সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার পরামর্শে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সেবাখাত, শিল্পখাতগুলোকে একে একে পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) বা লিজের নামে ব্যক্তিমালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তের মধ্যে রয়েছে পাটকল, চিনিকল, ইস্পাত কারখানা, রেলওয়ে যোগাযোগ ইত্যাদি খাত।

রাষ্ট্র তার দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়োগ দিচ্ছে। যার ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা থাকছে না। তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আবাসন, খাদ্য সহায়তা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতাসহ নানাবিধ সুবিধা থেকে। শ্রম আইনে যতটুকু অধিকারের কথা আছে, তার ছিটেফোঁটাও তাদেরকে দেওয়া হয় না। দেশের শ্রমিকদের ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। স্বল্প মজুরিতে ১৫-১৬ ঘণ্টা খাটতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদেরকে নিয়োগপত্র, ছুটি, বোনাস দেওয়া হয় না। মানা হয় না শ্রম আইন।

দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয় প্রবাসী শ্রমিকেরা।

তারা পরিবার-পরিজন ছেড়ে দূরদেশে গিয়ে শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত টাকায় দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখছে। অথচ, তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকার নিচ্ছে না। বিদেশের জঙ্গলে মিলেছে অসংখ্য বাংলাদেশি শ্রমিকের গণকবর, সমুদ্রযাত্রায় গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই মারা গেছে অসংখ্য শ্রমিক।

অন্যদিকে বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম, বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া, চিকিৎসার খরচ। শুধু বাড়ছে না শ্রমিকের আয়। এত জুলুম, তবু মুখ ফুটে তার বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ নেই। ন্যায্য দাবিতে সংগঠিত হয়ে শ্রমিকরা আন্দোলন করলে তাদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের। অমানবিকভাবে শ্রমিকদের নামে দেওয়া হয় মিথ্যা মামলা, চালানো হয় নির্যাতন ও গ্রেফতারের মতো ন্যাক্কারজনক সব অপতৎপরতা।

শ্রমিকরা মালিকশ্রেণির শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অতীতে বারবার রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। নানা দাবি আদায়ও করেছে, কিন্তু মালিকশ্রেণির শোষণের অবসান ঘটেনি। কেন?

সম্পদ সৃষ্টি হয় শ্রমিকের শ্রমে। মালিকের টাকার জন্য উৎপাদন হয় না, বরং শ্রমিকের শ্রমের ফলেই উৎপাদন হয়। সেই উৎপাদন থেকে অর্জিত সম্পদ পাওয়ার কথা শ্রমিকের। কিন্তু মালিক শ্রমিককে ফাঁকি দিয়ে সেই সম্পদ দিয়ে নিজের ঘরে টাকার পাহাড় জমায়। শ্রমিককে শোষণ করেই মালিকের মুনাফা বাড়ে। ফলে শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হয় না, অন্যদিকে মালিক আরও ধনী হয়। এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এ শোষণমূলক ব্যবস্থায় একদিকে মুষ্টিমেয় মালিক-পুঁজিপতি শ্রেণি, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণি। একদল শোষক, অন্যদল শোষিত। মালিকশ্রেণিই দেশটাকে চালায়। রাষ্ট্র, সরকার, সংসদ, আইন, আদালত, পুলিশ-আর্মি সব চলে তাদের ইশারায়। সব মালিকের স্বার্থে। ফলে এ শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকলে, শ্রমিকের দুর্দশা কি কাটবে? শুধু দৈনন্দিন দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই কি সমাধান? আমাদের দেশের প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদেরকে শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের লড়াইয়ে আটকে রাখতে চায়। এছাড়া আছে দালাল ও সুবিধাবাদী নেতৃত্ব, যারা শ্রমিকদের লড়াইয়ের তেজকে নষ্ট করে দেয়, নানা সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মোহে শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথগামী করে। তারা প্রচার করে–'রাজনীতি যার যার, শ্রমিকশ্রেণি এক কাতার।'

আমরা মনে করি, এই স্লোগান মালিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। শ্রমিকদের অবশ্যই রাজনীতি সচেতন হতে হবে। দৈনন্দিন দাবিদাওয়া, অধিকার আদায় নিয়ে শ্রমিকদের আপোসহীনভাবে লড়তে হবে। কিন্তু এর সাথে মূল লড়াই হতে হবে এ শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে শোষণহীন শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য প্রয়োজন আপোসহীন বিপ্লবী ধারার ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন। যে শ্রমিক সংগঠন হবে শ্রমিকের আপোসহীন লড়াইয়ের হাতিয়ার, শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় হাতিয়ার। বিপ্লবী ধারার ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে

আমরা 'বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন'কে গড়ে তুলছি। আসুন, একে শক্তিশালী করি, সদস্য হই, কারখানা-শিল্পাঞ্চল-প্রতিটি শ্রমিকের ঘরে ঘরে এ সংগঠনকে ছড়িয়ে দিই। আপোসহীন শ্রমিক আন্দোলনের ধারায় বাংলাদেশের মাটিতে শোষণহীন শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করি। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কারণ–"শেকল ছাড়া সর্বহারার হারাবার কিছু নেই, কিন্তু জয় করার জন্য আছে সারা দুনিয়া"

মূল দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন বিদ্যমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে সকল রকমের অন্যায়, অবিচার, অসঙ্গতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন লড়াই গড়ে তুলবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আইনসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত (Legitimate) স্বার্থ, অধিকার ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠা, রক্ষা ও বিকশিত করার লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণিকে সংগঠিত করা।

খ) দেশের শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সংগঠিত করা, পরিচালিত করা ও নেতৃত্ব দেওয়া।

গ) শ্রমজীবী মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে–এমন ইস্যুতে শ্রমজীবী জনগণ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে বৃহত্তর আঙ্গিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা।

ঘ) সাধারণভাবে শ্রমিকদের পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং গণতান্ত্রিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, রক্ষা ও বিকশিত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। বিশেষভাবে কথা বলার স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা (Freedom of Speech, Association, Assembly, Press, Profession) এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, পছন্দানুযায়ী পরিচালনাবিধি প্রণয়ন ও নেতা নির্বাচন, শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও যৌথ দরকষাকষির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা।

ঙ) কাজ ও বেঁচে থাকার অধিকার, সবার জন্য কাজের অধিকার, কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, রক্ষা ও বিকাশের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লড়াই করা।

চ) আইএলও (ILO) কনভেশনে গৃহীত শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী সকল ধারা ও বিধিমালা যাতে বাংলাদেশ সরকার মেনে চলে এবং প্রয়োগ করে, তার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

ছ) সংগঠনের সাথে সংযুক্ত ইউনিয়নসমূহের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা এবং তাদের সদস্যদের বৈধ স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ইউনিয়নসমূহের

কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করা।

জ) শ্রমজীবীদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা, বিকশিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শ্রমজীবী জনগণ ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে সকল প্রকার আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবৈষম্যসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর চিন্তা ও প্রবণতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালানো।

ঝ) শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে সকল প্রকার সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ, অর্থনীতিবাদ ও শ্রেণিসমন্বয়বাদ থেকে মুক্ত রাখা এবং ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

ঞ) মানুষের উপর মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক শোষণসহ সকল প্রকার শোষণ অবসানের লক্ষ্যে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

ট) সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট নয়া-ঔপনিবেশিক আক্রমণ, সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং বৃহত্তর পরিসরে শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা।

ঠ) পরিপূর্ণ সামাজিক বিকাশ ও প্রগতি এবং বাংলাদেশের মাটিতে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে পরিচালিত ও অগ্রসর করা।

দাবিনামা

- সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও সিবিএ নির্বাচন দিতে হবে। শ্রম আইন ও বিধিমালার সকল অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল করতে হবে; শ্রম আদালত বাড়াতে হবে, মামলা তিন মাসে নিষ্পত্তি করতে হবে। সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়োগপত্র, সার্ভিসবুক ও প্রাপ্য সকল ছুটি দিতে হবে। মজুরি ও বেতনভোগীদের স্কেলে বৈষম্য থাকা চলবে না। অস্থায়ী ও শিক্ষানবিশ শ্রমিকদের তিন মাসের মধ্যে স্থায়ী করতে হবে। সর্বত্র ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবস চালু করতে হবে। লে-অফ, পে-অফ, লকআউট, ছাঁটাই চলবে না। বিরাষ্ট্রীয়করণ, পিপিপি নীতি বাতিল করতে হবে। তিন মাস বেতন দিতে না পারা বা অন্য কারণে বন্ধ কারখানা জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চালু করতে হবে।
- ন্যূনতম জাতীয় মূল মজুরি ১০,০০০ টাকা এবং মোট মজুরি কমপক্ষে ১৬,০০০ টাকা করতে হবে। ১০% বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট চালু করতে হবে। অপারগতায় বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে ভেরিয়েবল ডিএ/মহার্ঘ্য ভাতা/ফ্রিঞ্জ বেনিফিট দিয়ে পোষানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যথাযথভাবে উৎসব বোনাস, উৎপাদন বোনাস ও হাজিরা বোনাস দিতে হবে।

- ৫০% কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে ঝুঁকি ভাতা, শ্রমিক কর্মচারীদের গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীদের ডরমিটরি, কলোনি, ব্যারাক করে দিতে হবে; অন্যথায় ন্যায্য বাড়ি ভাড়া দিতে হবে। যাতায়াতে যানবাহন দিতে হবে; অন্যথায় পর্যাপ্ত যাতায়াত ভাতা দিতে হবে। প্রতিমাসে ওভারটাইম বিল পরিশোধ করতে হবে। বছরে তিন মাসের বেতনের সমান গ্র্যাচুইটি দিতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের পর্যাপ্ত রেশন দিতে হবে।

- নারীশ্রমিকদের যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা দিতে হবে। মজুরিতে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে হবে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ও প্রসূতি ভাতা প্রত্যেক কারখানায় দিতে হবে। প্রত্যেক কারখানায় নারীদের আলাদা পর্যাপ্ত টয়লেট চাই। কারখানার ভিতরে শিশু যত্ন কেন্দ্র চাই।

- কর্মস্থলে নিরাপত্তার জন্য আধুনিক অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, বিল্ডিং কোড অনুসারে দালান, কারখানা-উপযোগী সুপরিসর বিকল্প সিঁড়ি, বিপদ সাইরেন সিস্টেম, ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটাশিট, আধুনিক ক্যান্টিন প্রত্যেক কারখানায় থাকতে হবে। দুর্ঘটনায় আহত-নিহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন করতে হবে, আধুনিক করতে হবে।

- চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা, সাপ্তাহিক রেশন ৫ কেজি ভালো মানের চাল নির্ধারণ করতে হবে। চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ২০ মে 'চা শ্রমিক দিবস' হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে।

- আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগ দিতে হবে।

- নির্মাণ শ্রমিক, গৃহশ্রমিকসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তালিকা করে পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। গৃহশ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

- ব্যাটারি চালিত রিক্সা, ইজিবাইক গাড়ির আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

- রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
Bangladesh Workers' and Employees' Federation
কেন্দ্রীয় কমিটি
২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৬২৯১০৯৩৩৩, ০১৭১৯৬৬৪৫২;
ই-মেইল: bskf2013@gmail.com

প্রকাশকাল: ২৯ অক্টোবর ২০২০